ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

চ্যালেঞ্জে অক্ষয়কে বোকা বানালেন টাইগার!

পৃঃ ৫

কোহলির যে খবর শুনতেই ক্ষেপে গেলেন সাবেক ওপেনার শ্রীকান্ত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭৯ ● কলকাতা ● ০৭ চৈত্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২১ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কয়েকটি পরিবারের বাইরে কেউ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে পারেন না কেন?: সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়লা পাচার মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপ্রিমকোর্ট রক্ষাকবচ দেওয়ায় বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, কয়লা পাচারে অভিযুক্ত দ্রুত রক্ষাকবচ পেয়ে যায় কিন্তু ডি এ মামলা আদালতে ওঠে না কেন?বুধবার কয়লা পাচার মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী। ১০ জুন পর্যন্ত অভিষেক ও তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে ইডি দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই মামলায় গত বছর ২১ মার্চ শেষবার অভিষেককে তলব করেছিল ইডি। আদালতে অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করেন, লোকসভা ভোটের প্রচার চলাকালীন অভিষেককে দিল্লিতে তলব করে হেনস্থা করা হতে পারে। আইনজীবীদের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন, কী ভাবে অনুমানের ভিত্তিতে কোনও নির্দেশ দিতে পারে আদালত?

এদিন সুকান্তবাবু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে আমরা কোনও কথা বলব না। তবে কতগুলো প্রশ্ন উঠছে। যাদের বিরুদ্ধে কয়লা - গরু পাচারের অভিযোগ রয়েছে তাদের ডাকা যাবে না এই রায় খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডি এ মামলাটা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে বারবার? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাচ্ছি না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রোজ ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে আলোচনায় বসছেন। আমাদের তাতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ডি এ মামলা উঠছে না। কপিল সিব্বাল গেলে পরেই তাঁর পক্ষে সব রায় হয়ে যাচ্ছে। কলেজিয়াম প্রথার কারণে ভারতবর্ষের কয়েকটি পরিবারের বাইরে কেউ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে পারে না কেন? এই প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনে জাগছে। এর জবাব সাধারণ মানুষ দেবে'।

পাচার হচ্ছে সরকারি ইট, অভিযুক্ত শাসকনেতা! হুলস্থুল শাহজাহানের গড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন করে ফের উত্তেজনা সন্দেশখালি । তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সরকারি ইট এবং পাচার করার অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। আর তা ঘিরেই একেবারে রণক্ষেত্রে পরিস্থিতি সন্দেশখালির দুর্গামণ্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।অন্যদিকে ঘটনার পরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। নামানো হয়েছে র‍্যাফ। এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনার প্রথমদিন থেকে নজর রেখেছে কমিশন। নতুন করে এই ঘটনায় কমিশন নজর রাখছে বলেই খবর। যদিও এই বিষয়ে কোনও সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে এদিন বসিরহাটের সভা থেকে সন্দেশখালি নিয়ে বিরোধীদের কড়া বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর ৩ পাতায়

ইডি-সিবিআই কাঁচকলা করেছে', সন্দেশখালির শাহজাহানকে গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে দাবি অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আপাতত শান্ত সন্দেশখালি। সিবিআই হেফাজতে শেখ শাহজাহান। জেলবন্দি তাঁর শাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা। সন্দেশখালি কাণ্ডের পর এই প্রথমবার বসিরহাটে পা রেখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।তিনি বলেন, "শেখ শাহজাহানকে ইডি, সিবিআই গ্রেপ্তার করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ করেছে। সুদীপ্ত সেনকে ইডি, সিবিআই গ্রেপ্তার করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ করেছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তৃণমূল। সিপিএম, বিজেপির একটা নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে? ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ করেছেন কুস্তিগিররা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে? বড় বড় পদ দিয়ে বসিয়ে রেখেছে।" অভিষেকের বক্তব্যে এদিন উঠে আসে শেখ শাহজাহানের শাগরেদ উত্তম, শিবুদের কথাও। তিনি বলেন, "উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাকে গ্রেপ্তারের পর ১৫ দিন হয়ে গিয়েছে। সিবিআই হেফাজতে নেওয়ার আবেদনই করেনি। নারী নির্যাতন রোখা ওদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

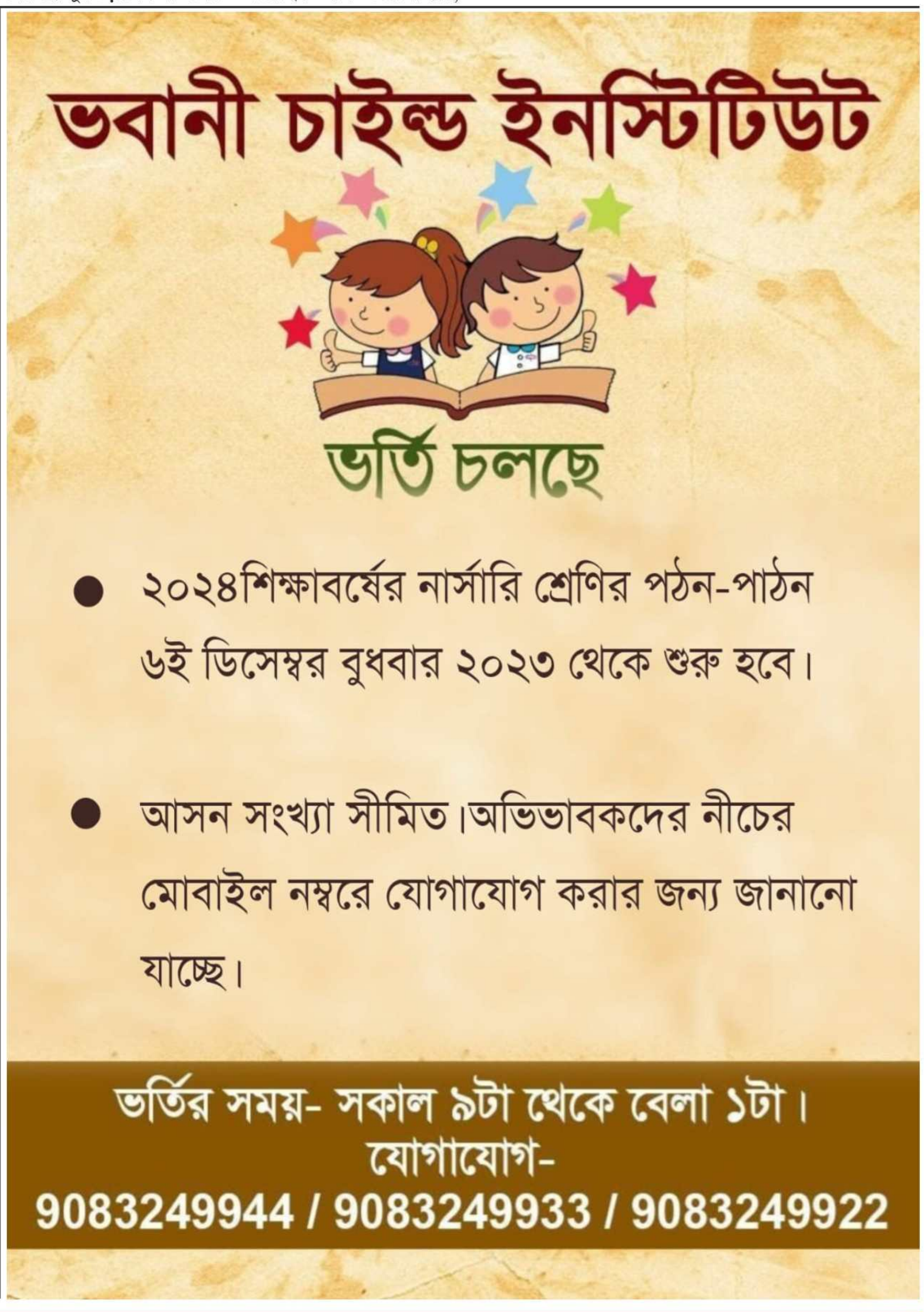

১৭ কোটি টাকা কোথায় খরচ করেছেন?

খতিয়ান তুলে রচনাকে জবাব লকেটের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হুগলিতে এবার তারকা যুদ্ধ, বলা ভালো চলচ্চিত্র জগতের দুই সতীর্থের লড়াই। লকেট চট্টোপাধ্যায় রাজনীতিতে পুরনো, গত ৫ বছরের সাংসদ তিনি। তুলনায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে একেবারেই নতুন। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তাদের দুজনের লড়াই খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।এদিন দুই প্রার্থীকে ভিন্নরূপে দেখা যায়। বিজেপি প্রার্থী লকেটকে পোলবায় রান্না করতে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থী রচনা কে দলীয় কর্মীদের খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায় চন্দননগরে। লকেট বলেন, এই প্রথম উনি রাজনীতিতে এসেছেন, উনি হয়তো জানেন না প্রতিবছর পাঁচ কোটি টাকা করে পাওয়া যায় এখনো পর্যন্ত ১৭ কোটি টাকা পেয়েছি । আগের কিছু টাকা ছিল সব মিলিয়ে ১৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। সেটার হিসেব আমার কাছে রয়েছে। বিদ্যালয় জলের পাম্প , দেওয়াল, ক্লাসরুম, সাইকেল সেট, কম্পিউটার রুম, অডিটোরিয়াম নির্মাণ, অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। রাস্তা, ড্রেন, শ্মশানঘাট, জলছত্র তৈরি করা হয়েছে। ১৭৩ টা শোলার লাইট দেওয়া হয়েছে। যেখানে আলো নেই, তাহলে ভেবে দেখুন সেখানে শিল্প কিভাবে আসবে। আমরা বিদ্যালয়ের উপর বেশি নজর দিয়েছি। এবং আলোর দিকে বেশি নজর দিয়েছি। ইতিমধ্যেই দুই তারকা প্রার্থী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রতিদিনই কিছু না কিছু কর্মসূচি থাকছে তাদের, জনসংযোগ কর্মীসভা চলছে। মঙ্গলবার চন্দননগরের প্রচারের ফাঁকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় লকেটের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, গত পাঁচ বছরে কি কি কাজ করেছেন তার হিসাব দিন হুগলির মানুষ জানতে চায়?লকেট চট্টোপাধ্যায়ও এদিন পোলবার রাজহাট অঞ্চলে এবং বলাগরে জনসংযোগ করছিলেন । তাকে

এরপর ৩ পাতায়

কর্মভূমিতে ভোট-যুদ্ধে মুখোমুখি কাকা-ভাইপো!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের সূচি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। একে একে সামনে আসছে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নাম। লোকসভা নির্বাচনে যেমন রাজনৈতিক মতবাদের টক্কর দেখা যাচ্ছে, তার পাশাপাশি বেশ কিছু দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা ভীষণভাবে ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত মান-অভিমানের লড়াই। এমনই এক লড়াই দেখা যাবে বিহারের হাজিপুর কেন্দ্রে।সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে পশুপতি পারস বলেছেন, "আমাদের দলের পাঁচজন সাংসদ ছিল এবং আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছি। তারপরও আমাদের কোনও আসন ছাড়া হয়নি।আমাদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। তাই আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আমি হাজিপুর থেকে লোকসভা নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আমাদের বর্তমান সাংসদরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত।" কাকা না ভাইপো, রামবিলাসের যোগ্য উত্তরসূরি কাকে মনে করছে হাজিপুর? জানা যাবে ৪ জুন।এই কেন্দ্র বেশি পরিচিত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রামবিলাস পাসওয়ানের কেন্দ্র হিসেবে। রামবিলাসের মৃত্যুর পর এই প্রথম লোকসভা নির্বাচন হবে। আর এবার রামবিলাসের কর্মভূমিতে লড়াইটা তাঁর ছেলে চিরাগ পাসওয়ান এবং তাঁর ভাই পশুপতি কুমার পারসের মধ্যে। ২০২১ সালে এলজেপি দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাকা-ভাইপোর যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, এবার জনগণের দরবারে তার নিষ্পত্তি হতে চলেছে।২০১৯ সালে হাজিপুর থেকে লোকসভায় গিয়েছিলেন পশুপতি কুমার পারস। তবে, সেই সময় তিনি লড়েছিলেন এলজেপির টিকিটে। ২০২১-এ এলজেপি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় লোক জনতা পার্টি গঠন করেছেন। এবার নয়া দলের পতাকায় একই আসন থেকেই লড়বেন। প্রশ্ন ছিল চিরাগকে নিয়ে। বুধবার রামবিলাস পাসওয়ানের ছেলে সাফ জানিয়ে দিলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাবার কর্মভূমিতে তিনি তাঁর কাকা, পশুপতি কুমার পারসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এদিন নয়া দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "হাজিপুর থেকে লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) তথা এনডিএ প্রার্থী হচ্ছি আমি। এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এটা আমার বাবার কর্মভূমি ছিল। তাঁকে (পশুপতি কুমার পারস) এখতান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সাহসের সঙ্গে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা

এরপর ৩ পাতায়

বিখ্যাত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী পদ্মশ্রী গীতা চন্দ্রন

কলকাতায় মারগাম-এর পরিবেশন করবেন

কলকাতা, ২০মার্চ, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : কলকাতার ভরতনাট্যম সম্প্রদায় উত্তেজনায় পরিপূর্ণ কারণ রাজীব সাহা এবং মৌমিতা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে ইউডিওকে পারফর্মিং আর্টস বিশ্বখ্যাত দিল্লি-ভিত্তিক ভারতনাট্যম শিল্পী, পণ্ডিত এবং কোরিওগ্রাফার, পদ্মশ্রী গুরু গীতা চন্দ্রন কে স্বাগত জানানো হচ্ছে। তার শক্তিশালী মারগাম পারফরম্যান্স ২১শে মার্চ ২০২৪ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায় জ্ঞান মঞ্চ, কলকাতায় এবং একটি দুদিনের ভরতনাট্যম কর্মশালা শুক্র ও শনিবার, ২২ এবং ২৩শে মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৩:০০ টায় পদাতিক নৃত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ২১ তারিখে গীতা চন্দ্রনের অভিনয় নৃত্য/শুদ্ধ নৃত্য এবং অভিনয়/অভিব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই তার বিখ্যাত দক্ষতা প্রদর্শন করবে। পারফরম্যান্সের হাইলাইট হবে বর্ণম যা যেকোনো ভরতনাট্যম পারফরম্যান্সে সবচেয়ে জটিল কোরিওগ্রাফি। গীতা প্রয়াত গুরু কে এন দণ্ডায়ুধপানি পিল্লাই রচিত আদি তালমে করহরপ্রিয়া রাগম বর্ণম নৃত্য পরিবেশন করবেন। তিনি দণ্ডায়ুধপানি পিল্লাই-এর ছোট ভাই গুরু কে.এন. দক্ষিণামূর্তি পিল্লাই দ্বারা প্রশিক্ষিত। বর্ণম পণ্ডিত করাইকুদি কৃষ্ণমূর্তি দ্বারা রচিত কর্কশ জাথি থারমান বুনবেন।

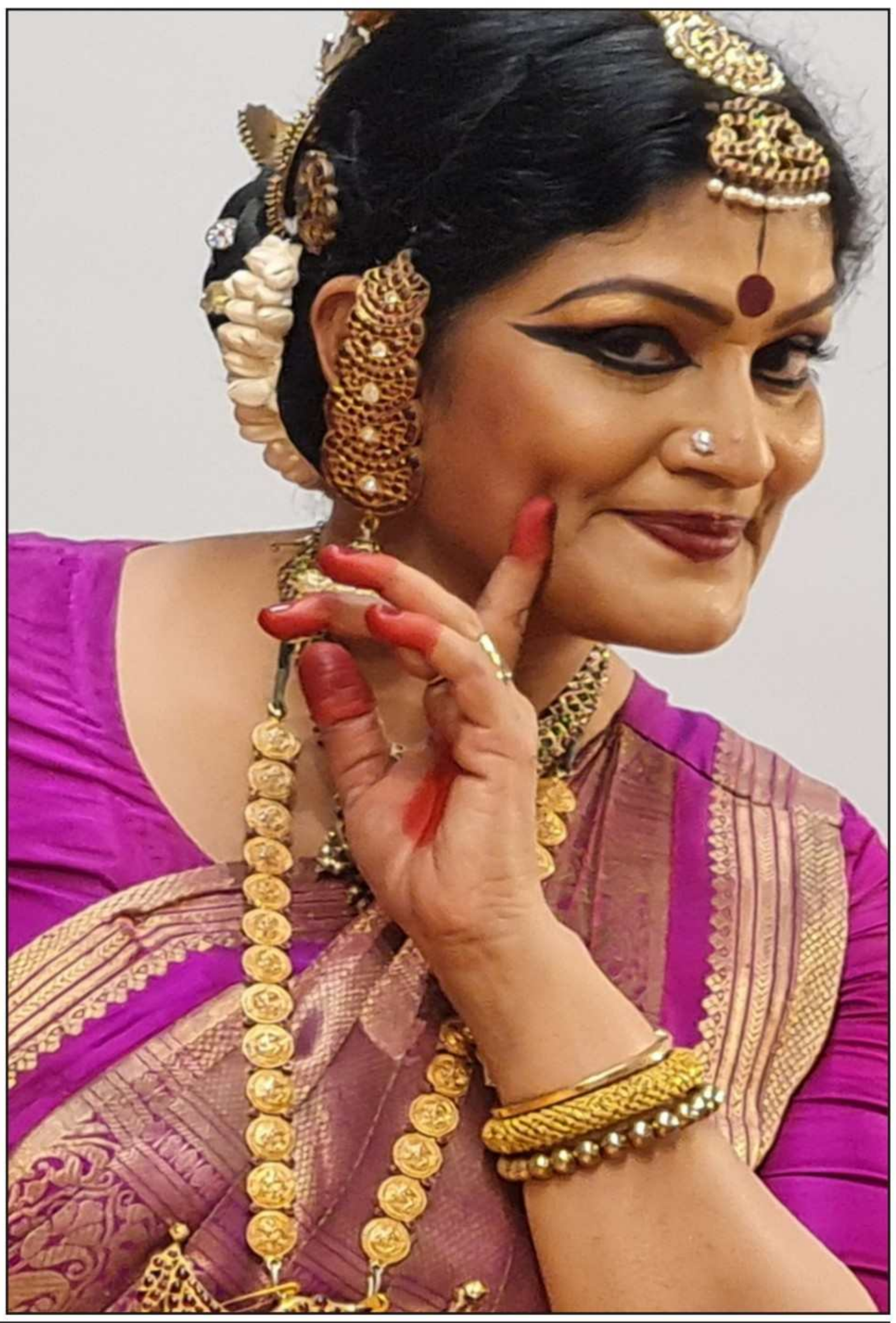

টিকে এলিভেটর ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে এগিয়ে রেখে নতুন মানদণ্ড অর্জন করে চলেছে

- টিকে এলিভেটর ভারতের লিফট শিল্পের ল্যান্ডস্কেপে উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষ আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ভারতের প্রাণবন্ত এবং গতিশীল অর্থনীতি আগামী বছরগুলিতে নতুন মানদণ্ড অর্জনের জন্য টিকে এলিভেটরের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।

কলকাতা, ১৮ই মার্চ ২০২৪: নিউজ সারাদিন : টিকে এলিভেটর, বিখ্যাত জার্মান বহুজাতিক লিফট কোম্পানি ভারতের গতিশীলতার বাজারের গতিশীলতা কে স্বীকৃতি দেয় এবং শিল্পে উদ্ভাবন ও বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। বাণিজ্যিক, খুচরা, পাবলিক অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা এবং শিক্ষাগত খাতে দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন সহ কোম্পানির বৃদ্ধির গতিপথ স্থানীয় বাজারের প্রতি তার উৎসর্গ কে আন্ডারলাইন করে। ভারতের অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে, বিলাসবহুল আবাসিক বাড়ি এবং ভিলার চাহিদা বাড়ছে, যা টিকে এলিভেটরকে এই বাজারে উন্নতির আরও সুযোগ দিচ্ছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো এবং অর্থনীতিতে সেবা দেওয়ার জন্য টিকে লিফটের অটল প্রতিশ্রুতি ২০১৭ সালে পুনের চাকানে অবস্থিত তার অত্যাধুনিক আরএনডি এবং উৎপাদন সুবিধার উদ্বোধনের দিকে পরিচালিত করে। ভারত সরকারের "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, টিকে এলিভেটরের অনেক উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য এখন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়, যাতে তারা স্থানীয় গ্রাহকদের চাহিদার কাছাকাছি থাকতে পারে এবং তাদের আরও ভাল পরিবেশন করতে পারে।

ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে টিকে এলিভেটরের ব্যাপক সম্পৃক্ততা বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে বিস্তৃত, যা দেশের পছন্দের গতিশীলতা সমাধান প্রদানকারীর মধ্যে একটি হিসাবে এর সাফল্য প্রদর্শন করে। আইআইসিসি (যশোভূমি) এবং আই-ইসিসি (ভারত মন্ডপম) এর মতো নেতৃস্থানীয় কনভেনশন সেন্টারগুলির সাথে অংশীদারিত্ব থেকে নতুন দিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন, হায়দ্রাবাদের এসএএস আই-টাওয়ার, ম্যারাথন ফিউচার মুম্বাইয়ে রূপারেল আরিয়ানা, টিকে এলিভেটর ভারতের বৃহত্তম শহরগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। বেঙ্গালুরুর ভারতীয় শহর, গুরগাঁওয়ের ভাটিকা এবং পুনের আমানোরা পার্ক টাউন সহ বেশ কয়েকটি টাউনশিপ উন্নয়নে।

উপরন্তু, এর সম্পৃক্ততা দেশের সবচেয়ে বড় ডিএলএফ মল অফ ইন্ডিয়ার মতো ল্যান্ডমার্ক মলগুলোতে প্রসারিত; আইআইটি খড়গপুরের মতো মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; হাসপাতাল যেমন পশ্চিমবঙ্গের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ডিআইএএল, বেঙ্গালুরু, কোচি, পুনে, গুয়াহাটি এবং নয়ডা বিমানবন্দর এবং কলকাতা ও পুনে মেট্রোর মতো বড় পাবলিক অবকাঠামো প্রকল্প।

লিফট, এস্কেলেটর, মুভিং ওয়াক, প্ল্যাটফর্ম এবং সিঁড়ি লিফট, হোম লিফট এবং এয়ারপোর্ট সলিউশন কোম্পানির বৈচিত্র্যময় এবং উদ্ভাবনী পণ্য অফার, টুইন, ম্যাক্স এবং এজিলের মতো উন্নত এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সাথে মিলিত, টিকে লিফটকে শিল্পের নেতা হিসাবে শক্তিশালী করে। পরিস্থিতি আরও , ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, টিকে এলিভেটর শুধুমাত্র ভারতের প্রবৃদ্ধির ঢেউ চালাচ্ছে না বরং এর ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টিকে এলিভেটর ইন্ডিয়ার সিইও এবং এমডি মনীশ মেহান বলেন "আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার গুলোর মধ্যে একটি হওয়ায়, টিকে এলিভেটর অত্যাধুনিক গতিশীলতা সমাধান প্রদান করে এবং দেশের পরিকাঠামো উন্নত করে ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পে অবদান রাখতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমাদের লক্ষ্য হল ভারতের জনগণের জীবনকে সমৃদ্ধ করা। আমরা চালিয়ে যেতে চাই। এই লোকেদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে"।

দিনহাটাকাণ্ড নিয়ে

নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট জমা দিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিনহাটাকাণ্ডে এবার নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট জমা দিল পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে দিনহাটায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এবার রিপোর্ট জমা পড়ল নির্বাচন কমিশনের কাছে।গত মঙ্গলবার দিনহাটার নিগম নগর এলাকায় দলীয় কর্মসূচি সেরে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় নিশীথের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গেও হাতিহাতিতে জড়িয়ে পড়েন নিশীথ প্রামাণিক। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দিনহাটাকাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার ২৪ ঘণ্টার বনধ পালন করেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের ঘটনার পর রাজ্যর নতুন ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন।কোন পরিস্থিতিতে দুপক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল, সেবিষয়ে জানতে চায় কমিশন। সেই মতো ঘটনা ঘটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে রাজ্য পুলিশ। কমিশন সূত্রে খবর, দিনহাটার ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সেই এফআইআরের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

৩ ব্যাঙ্কের ঋণ মিটিয়ে অনিল অম্বানির দুরন্ত কামব্যাক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের লাইমলাইটে এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি মুকেশ অম্বানির ছোট ভাই অনিল অম্বানি। একসময় অনিল ছিলেন ১.৮৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মালিক, বিশ্বের ষষ্ঠ ধনীতন ব্যক্তি। সেই সময় মিডিয়ার সব মনোযোগ ছিল তাঁর উপর। তারপর, ২০১০ থেকে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক পতন। সেই থেকে লাইমলাইট থেকে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।রিলায়েন্স ইনফ্রা সংস্থা বিদ্যুত, রাস্তা, মেট্রো রেল এবং অন্যান্য পরিকাঠামো খাতের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ পরিষেবা ব্যবসায় নিযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা খাত এবং পরিকাঠামোগত প্রকল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রয়েছে সংস্থাটি। মুম্বই মেট্রো লাইন ওয়ান প্রকল্পও এই সংস্থার হাতে রয়েছে। গত সোমবার (১৮ মার্চ) রিলায়েন্স ইনফ্রার শেয়ারের দাম ২৬০.৮০ টাকায় পৌঁছেছে। যা, গত পাঁচ বছরের মধেয় সর্বোচ্চ। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সঙ্গে নিষ্পত্তি চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে মাত্র তিনদিনে তাদের শেয়ারের দর ৪১ শতাংশ বেড়েছে। আর তাই, ২০২০-তে দেউলিয়া হওয়া অনিল অম্বানি ফের ফিরে আসছেন সংবাদ শিরোনামে, প্রচারের আলোকবৃত্তে।২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেনের এক আদালতের সামনে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কিন্তু, ২০২৪-এ এসে ফের উত্থান ঘটছে তাঁর। ঘটছে আশ্চর্যজন কামব্যাক। মিডিয়ার স্পটলাইট ফের অনিল অম্বানির উপর। কারণ তাঁর সংস্থাগুলির ভাগ্য ফের উর্ধ্বমুখী। রিলায়েন্স পাওয়ার, রিলায়েন্স ইনফ্রা, রিলায়েন্স রিটেইল একের পর এক সংস্থার শেয়ারের দর ফের বাড়ছে। তিন-তিনটি ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন অনিল অম্বানি।গত এক বছরে অনিল অম্বানির রিলায়েন্স পাওয়ারের শেয়ারের দর ১২০ শতাংশ বেড়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দুদিনে, শেয়ার বাজারে রিলায়েন্স পাওয়ারের দর ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, ১৮ মার্চ রিলায়েন্স পাওয়ারের শেয়ার ২৩.২৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ২০০৮ সালে ভারতের বৃহত্তম আইপিও হিসেবে আইপিও লঞ্চ করেছিল রিলায়েন্স পাওয়ার। ৬০ সেকেন্ডেরও কম সময়ে সাবস্ক্রাইব হয়েছিল। প্রায় ২৬০.৭৮ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তারপর দামের ব্যাপক পতন ঘটে। ২০২০ সালের ২৭ মার্চ, সর্বোচ্চ মূল্য থেকে ৯৯ শতাংশের বেশি কমে রিলায়েন্স পাওয়ারের দর ১.১৩ টাকায় নেমে এসেছিল। রিলায়েন্স পাওযারের সাম্প্রতিক লাভের মনে করা হচ্ছে রিলায়েন্স পাওয়ারের সাম্প্রতির ফাইলিং। সংস্থা জানিয়েছে, তারা এবং রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে দিয়েছে। ১৪ মার্চ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সঙ্গে ঋণ নিষ্পত্তির চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে বলে জানিয়েছে অনিল অম্বানির সংস্থা। একই কারণে রিলায়েন্স রিটেইলের শেয়ারের দামও উল্লেখযোগ্য পরিমণে বেড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রিলায়েন্স পাওয়ার এর আগে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এবং ডিবিএস ব্যাঙ্কের পাওনাও শোধ করেছিল। এরপর, অনিল অম্বানি জেসি ফ্লাওয়ারস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন সংস্থার সঙ্গে ২১০০ কোটি টাকার ঋণ নিষ্পত্তির চুক্তি করার পরিকল্পনা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।গত জানুয়ারিতে এই সংস্থার সঙ্গে অনিল অম্বানির রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটি চুক্তি হয়েছিল। যার ফলে, জেসি ফ্লাওয়ার্স, ২০২৪ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত অনিল অম্বানির সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেবে না। তার আগেই ঋণ মিটিয়ে দিতে পারেন অনিল অম্বানি। অনিল অম্বানির সংস্থাগুলির মূল ঋণদাতা ছিল ইয়েস ব্যাঙ্ক। ইয়েস ব্যাঙ্ক তাদের ৪৮,০০০ কোটি টাকার ঋণ, জেসি ফ্লাওয়ার্সে স্থানান্তর করেছিল। এর মধ্যে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং রিলায়েন্স পাওয়ারকে দেওয়া ঋণও ছিল। ইয়েস ব্যাঙ্কের অনুমান, রিলায়েন্স পাওয়ার চলতি অর্থবর্ষের শেষের মধ্যেই সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হয়ে যাবে। বাকি থাকতে পারে শুধু আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ঋণ।

২ পাতার পর

কর্মভূমিতে ভোট-যুদ্ধে মুখোমুখি কাকা-ভাইপো!

করেছি। কখনই কোনও চ্যালেঞ্জকে ভয় পাইনি। এই চ্যালেঞ্জও আমি গ্রহণ করছি।"চিরাগ পাসওয়ান আরও জানিয়েছেন, হাজিপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা তাঁর কাছে নিছক কোনও রাজনৈতিক পছন্দ ছিল না। কারণ, কারার বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রভাব তাঁর পরিবারের উপরও পড়ে। কাকার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার আগে পরিবারের সকল সদস্যের অনুভূতি বিবেচনা করা উচিত। তিনি আরও জানান, এর আগে পরিবার থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও পশুপতি পারস একাই নিয়েছিলেন। এবারও পরিবারের দুই সদস্যের মুখোমুখি ভোট লড়ার সিদ্ধান্তের দায়ও তাঁরই কাঁদে চাপিয়েছেন চিরাদ। এদিন, দিল্লিতে এলজেপিক সংসদীয় দলের এক বৈঠক হয়। চিরাগ জানিয়েছেন, এরপর তাঁরা বিহারে যাবেন। বেশ কিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি আছে। শিগগিরই তাঁরা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন রামবিলাস পুত্র। প্রসঙ্গত, বিহারে এলজেপি-কে ৫টি আসন ছেড়েছে বিজেপি।এদিকে, এতদিন এনডিএ শিবিরে থাকার পর মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি পশুপতি কুমার পারস। ২০২১ সালে দলীয় নির্বাচনে চিরাগকে হারিয়ে তিনিই এলজেপির সভাপতি হয়েছিলেন। এরপর, কাকা-ভাইপোর দ্বন্দ্বে দল ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছিলেন তিনি। ওই বছরই এনডিএ-তে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারও অংশ হন। কিন্তু, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিহারে তাঁর দলকে একটিও আসন দেয়নি বিজেপি। এই বঞ্চনার একদিন পরই এনডিএ ছেড়েছে আরএলজিপি।

২ পাতার পর

১৭ কোটি টাকা কোথায় খরচ করেছেন? খতিয়ান তুলে রচনাকে জবাব লকেটের

এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কি কাজ করেছেন তার খতিয়ান তুলে ধরেন লকেট। একটি প্রার্থী পরিচিতির হ্যান্ড বিল দেখিয়ে তিনি জানান, গত ৫ বছরের ১৭ কোটি টাকা তার সাংসদ তহবিলের খরচ হয়েছে । করোনার জন্য দু বছরে সাংসদ তহবিলের টাকা বরাদ্দ হয়নি । তাই তার যে প্রাপ্য টাকা সেই টাকাতে জল ,স্বাস্থ্য, পথবাতি , স্কুলের উন্নয়ন, অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন কাজে খরচ করেছেন। এছাড়াও সাংসদ হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। জানা গেছে প্রায় দুই লক্ষ হ্যান্ড বিল ছাপানো হয়েছে যাতে গত পাঁচ বছরে সাংসদ লকেটের কাজের খতিয়ান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়, সাংসদ লকেটকে হুগলিতে দেখা যেত না, সাংসদ তহবিলের টাকায় যে কাজ করেছে সেটাও অদৃশ্য। যদিও ছাপানো খতিয়ান তুলে ধরে বিজেপি প্রার্থীর দাবি তিনি সাংসদ কোটার ১০০ শতাংশই খরচ করেছেন।

১-ম পাতার পর

ইডি-সিবিআই কাঁচকলা করেছে', সন্দেশখালির শাহজাহানকে গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে দাবি অভিষেকের

বিরুদ্ধে প্রচার করা। আমি আজ বলে দিলাম ৪দিন পর হয়তো ওদের হেফাজতে চাইবে। নাটক করবে। বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি কাজ করছে। ইডি-সিবিআই কাঁচকলা করেছে। আর বাংলার মানুষের কাঁচকলা করবে।" যত ইডি-সিবিআই বাংলায় আসবে, লড়াই ততই তীব্রতর হবে বলেও হুঁশিয়ারি অভিষেকের। ইডি, সিবিআই কাঁচকলা করেছে।"

গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের (Shahjahan Sheikh) বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হন তিন আধিকারিক। শাহজাহান অনুগামীদের হামলায় ঝরে রক্ত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। সন্দেশখালির শাহজাহানের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক অভিযোগ। বিঘার পর বিঘা জমি, ভেড়ি দখলের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। রয়েছে নারী নির্যাতনের অভিযোগও। দফায় দফায় অশান্তির আগুন জ্বলে সন্দেশখালির বিভিন্ন প্রান্তে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারির প্রায় মাসখানেকের মধ্যে আগে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনী জনসভায় বসিরহাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ।

১-ম পাতার পর

পাচার হচ্ছে সরকারি ইট, অভিযুক্ত শাসকনেতা! হুলস্থুল শাহজাহানের গড়

এলাকায় তৃণমূলকে দুর্বল করতে শেখ শাহজাহানকে টার্গেট বলেও এদিন দাবি করেন তিনি।

একেবারে টায়ার জ্বালিয়ে ঘটনার প্রতিবাদে শামিল এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সন্দেশখালির বিশাল পুলিশ বাহিনীকে। মোতায়েন করা হয়েছে র‍্যাফ। গত প্রায় একমাস সময় ধরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে সন্দেশখালি । এলাকার 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেখানরকার মানুষ।

শেখ শাহজাহান এবং তার দলবল কীভাবে মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছে তা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। এই মুহূর্তে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সিবিআই হেফাজতে। কিন্তু এরপরেও এলাকায় এখন 'দাপট' রয়েছে। সন্দেশখালিতে গিয়ে তা বুঝেছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

এমনকি শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারের পরেও এলাকায় বিভিন্ন ভাবে তোলাবাজি চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় মানুষজনের। আর এর মধ্যেই সামনে এল চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। সরকারি ইট এবং পাচার করার অভিযোগ আর তাতে নাম জড়াল খোদ শাসকদলের নেতার।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, এলাকায় একটি কালভার্ট তৈরি হচ্ছিল। আর তাতেই সরকারি ইট নিয়ে আসা হয়েছিল। কাজের মধ্যেই সরকারি ইট রাতের অন্ধকারে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও স্থানীয় ঠিকাদার ইট পাচার করছিলেন বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষজনের। আর তা নিয়েই এদিন একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে সন্দেশখালির দুর্গামণ্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।বিষয়টি প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ইট চুরির অভিযোগ কতটা সঠিক তা সরজমিনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

সোসাইটির জিবিএমে হৈচৈ, প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নয়ডা,গ্রেটার নয়ডার সেক্টর ৭৫, গল্ফ সিটি জিসি ১১ সোসাইটির গতকালের জিবিএম একটি হৈচৈ হয়ে গেল, যদিও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছিল।

এই বৈঠকে, কিছু সদস্য জানুয়ারী ২০২২ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় করা প্রায় ৩ কোটি টাকার বিল জমা না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিছু লোক সমাজে ক্রমাগত নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন সদস্যরা।এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বাড়তে থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়।

গত বছরের ৯ জুলাইয়ের নির্বাচনী ফলাফলকে সম্মান না জানানো এবং বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়া নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন সমাজের কিছু মানুষ।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই এই সমাজে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। শান্তি বজায় রাখার জন্য, পুলিশ কিছু লোকের বিরুদ্ধে আইপিসি এবং অন্যদের ১০৭ ধারার অধীনে মামলাও নথিভুক্ত করেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৭৯ সংখ্যা ২১ মার্চ, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৭ চৈত্র, ১৪৩০

স্বস্তিতে কেজরিওয়াল, আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির জবাব তলব দিল্লি হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির তলবকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন সেই মামলার শুনানিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জবাব তলব করল আদালত। বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি মনোজ জৈনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।আগামী বৃহস্পতিবার ২১ মার্চ দিল্লি আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় আপের জাতীয় আহ্বায়ককে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ইডি। ওই সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল। আর্জিতে তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করার জন্যই তাঁকে লাগাতার সমন পাঠিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিজেপির নির্দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে নেমে পড়েছেন ইডির আধিকারিকরা।' ইতিমধ্যেই আপের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের পাঁয়তারা কষছে ইডি। কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার এক চেষ্টা চলছে।অরবিন্দের দায়ের করা মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২২ এপ্রিল । এদিন আদালতে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এবং বিক্রম চৌধুরী কেজরিওয়ালের পক্ষে সওয়াল করেন। তবে আদালতের এদিনের এই নির্দেশের পর ইডি কি ফের আপ নেতাকে হাজিরার নোটিশ পাঠাবে? তা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় ইতিমধ্যেই আটবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তলব এড়িয়ে গিয়েছেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বার বার সমন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে মামলা দায়ের করেছে ইডি। ওই মামলায় গত শনিবারই কেজরিওয়ালকে ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে জামিন মঞ্জুর করেছিলেন বিচারক। ফলে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন আপের জাতীয় আহ্বায়ক। কিন্তু দিল্লির নিম্ন আদালতের তরফে জামিন মেলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ফের কেজরিকে জোড়া মামলায় তলব করে ইডি। দিল্লি জল বোর্ডে আর্থিক অনিয়ম মামলায় গতকাল সোমবারই তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। যদিও ওই নির্দেশে সাড়া দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

বঙ্গের প্রার্থী জটিলতা কাটাতে পারলেন না শাহ-নাড্ডারাও

গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করেও বাংলার প্রার্থী জটিলতা কাটাতে ব্যর্থ হলেন অমিত শাহ , জেপি নাড্ডা ও বিএল সন্তোষরা। প্রার্থী নিয়ে বৈঠকে হাজির বঙ্গনেতারা একমত না হওয়ায় একাধিক আসনে দু'জন অথবা তিনজনের নাম রয়েছে। শেষপর্যন্ত কাকে প্রার্থী করা হবে তা বিজেপির জাতীয় নির্বাচন কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।আবার ডায়মন্ড হারবার আসনের প্রার্থী নিয়ে দোলাচলে গেরুয়া শিবির। সেখানে প্রার্থী হওয়ার মতো হেভিওয়েট কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না বঙ্গ বিজেপি। তাই সেখানে আরএসএসের এক নেতার পাশাপাশি তৃণমূল থেকে আসা বিরোধী দলনেতা ঘনিষ্ঠ একজনের নাম রাখা হয়েছে। আসানসোল আসন নিয়েও জটিলতা রয়ে গিয়েছে। সেখানে পবন সিং লড়াই করতে অপারগ ঘোষণা করার পর নতুন মুখের সন্ধানে নামে গেরুয়া শিবির। প্রাক্তন এক বিধায়কের পাশাপাশি বর্তমান এক মহিলা বিধায়ককের নামও রাখা হয়েছে। তবে কে প্রার্থী হবেন তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিটি।তাই বৃহস্পতিবারের আগে বাংলার বাকি ২৩ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা অনিশ্চিত।

তবে যেহেতু বুধবার থেকে প্রথম দফার মনোনয়ন শুরু হচ্ছে তাই দ্রুত জলপাইগুড়ি ও রায়গঞ্জের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হতে পারে। বাকি ২১ আসনে প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ ভারত সফর সেরে ফেরার পরই জাতীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে নাম চূড়ান্ত হবে বলে সূত্রের খবর। ২৩ আসনে প্রার্থীদের নামের পাশে সিলমোহর দিতে সোমবার রাতে বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন অমিত শাহরা। কিন্তু বৈঠকেই একাধিক আসনে প্রার্থীদের নাম নিয়ে বঙ্গ নেতারা ঐক্যমত্যে পৌঁছতে না পারায় তালিকা চূড়ান্ত হয়নি বলে সূত্রের খবর। দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, দমদম, ডায়মন্ড হারবার, মেদিনীপুর ও আসানসোল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দলের জাতীয় নির্বাচন কমিটির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা।যেমন দার্জিলিংয়ে এক প্রাক্তন আমলাকে প্রার্থী করার পক্ষে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ। অন্যদিকে, রাজ্য নেতৃত্বে চাইছে রাজু বিস্তাকেই ফের প্রার্থী করতে। অন্যদিকে, মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষকে নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে বঙ্গ বিজেপির একাংশ। তাঁরা চাইছেন, তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার বিরুদ্ধে কোনও সেলিব্রিটি মহিলাকে দাঁড় করাতে। এক মহিলা বিধায়কের পাশাপাশি প্রাক্তন এক তৃণমূল সাংসদকেও তালিকায় রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দমদমে এক মহিলা নেত্রী ছাড়াও কলকাতা পুরসভার এক কাউন্সিলরের নাম রাখা হয়েছে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যে প্রসবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি তা ছিল প্লক্ষাবৃক্ষের নিকটে, তাই একে বলা হতো প্লক্ষাবতরণ। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা যমুনা ছিল অপ্রধান নদী, সরস্বতী নদীই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান দেবনির্মিত স্থান হিসেবে বিবেচ্য হত। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে উল্লেখিত সারস্বত যজ্ঞ এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অশ্বত্থামা ছিলেন অমর

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

তথাকথিত রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহ আজকের যুগের মানুষের চিরাচরিত ইতিহাসে বহন করে চলেছে।বর্তমান যুগের মানব সভ্যতা ও মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ রাজনীতির সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণরূপে মিল রয়েছে।একটুখানি চোখ কান নাক খুলে রেখে চললে সেই ইতিহাস সমূহ আমাদের সম্মুখীন হতে চলেছে। মহাভারতের গাছগাছালির কথা উল্লেখ ছিল বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ইতিহাসের মধ্যেও। আধুনিক কালের এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যুগের সূচনার আগে মানুষের জীবন রক্ষায় একমাত্র ভরসা ছিল গাছ-পালা, কান্ড, ফল-মূলের নির্যাস দিয়ে তৈরী ঔষধ। চিকিৎসা শাস্ত্রে যা ভেষজ বা আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য তা হারবাল চিকিৎসা নামে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। তক্ষশীলা ছিল ভেষজ ও শৈল্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রাণ কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন রোগের কারন ও প্রতিকার নিয়ে চলত দিন রাত গবেষনা। রোগ যন্ত্রনা নিয়ন্ত্রন ও মানুষেয় দীর্ঘ আয়ু লাভের প্রচেষ্টায় বছরে বছরে উৎপাদন করা হত প্রচুর চিকিৎসক। তাদের অনেকে নিজ সৃষ্টি কর্মের যোগ্যতা, প্রতিভা ও নিরলস প্রচেষ্টায় স্থান দখল করে উজ্জ্বল হয়ে আছেন প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ইতিহাসের পাতা জুড়ে।সেই সময়ে মানব সভ্যতার যুদ্ধ বিগ্রহ ধ্বংসলীলার ইতিহাস তার প্রেক্ষাপট কোন না কোন লেখকের লিখে গেছে।আর লেখাকে আজ আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে রূপ দিয়েছি। রামায়ণ মহাভারত পুরান সব কিছু বাস্তব সত্য কথা নিয়ে লিখেছেন তৎকাল লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা। তবে এ নিয়ে সারা বিশ্বে অনেক বিজ্ঞানীরা অনেক রকম ভাবে বিতর্ক করেছিল।কেউ বলেছে কোন তাৎক্ষণিক প্রমাণ নেই। অনেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ পেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি বহু বার চরিত্র মূলকভাবে গবেষণা করে দেখেছি রামায়ণ ও মহাভারতের বাস্তব সত্য কথাটি তৎকালীন লেখক লিপিবদ্ধ করে গেছেন!বিষয়টি নিশ্চিত বিশ্বে বোম্মে রাজনীতিবিদ ও আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী দিয়ে।নির্ণয় নেয়ার মুহূর্তে আমরা সর্বদা কোন অন্য ব্যক্তির উপদেশ, সুচনা বঞ্চনা বা পরামর্শকে আধার করে থাকি। আর আমাদের ভবিষ্যতের আধার হয়ে থাকে আমাদের আজকের নেয়া সিদ্ধান্ত। তাহলে কি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্য ব্যক্তির পরামর্শ, কোন অন্য ব্যক্তির দেয়া উপদেশের ফল? তবে কি আমাদের সম্পূর্ণ জীবন কোন অন্য ব্যাক্তির বুদ্ধির পরিনাম? আমরা কি কখনও নিজে বিচার করেছি? সবাই জানে যে ভিন্ন ভিন্ন লোক একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। মন্দিরে দাড়ানো ভক্ত বলে দান করা উচিৎ। আর চোর বলে যদি সুযোগ পাওয়া যায় তবে ঐ মূর্তির গয়না চুরি করা উচিৎ। ধার্মিক হৃদয় ধার্মিক উপদেশ দিয়ে থাকে আর অধর্ম-ভরা হৃদয় অর্ধামিক পরামর্শ দেয়। এই ধর্মময় উপদেশ পরামর্শ স্বীকার করলে মানুষ সুখের দিকে যায়। কিন্তু এইরকম পরামর্শ স্বীকার করার আগে স্বয়ং নিজের হৃদয়ে ধর্মকে স্থাপন করা কি অনেক বেশি জরুরী নয়? স্বয়ং বিচার করুন। প্রতিনিয়ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বুদ্ধিমান মানুষেরা এই বিচার বুদ্ধি বা নিজের জ্ঞানের উপর উপলব্ধি করেছিলেন ,তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণের বাণী কথা আজকের প্রতিটি মানুষ সমান ভাবে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। তাদের উদাহরণ স্বরূপ যেকোনো কাজ নিজের বিচার বুদ্ধি বিবেচনা করে থাকি।তাই মহাকাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্ক কোনো নতুন বিষয় নয়। ইউরোপে মহাকবি হোমারের লেখা ইলিয়াড, ওডেসি নিয়ে যেমন ইতিহাসবিদ-প্রত্নতাত্ত্বিকরা যুগে যুগে মাথা ঘামিয়েছেন, তেমনই আমাদের দেশের রামায়ণ ও মহাভারত নিয়েও কম গবেষণা হয়নি। বহুকাল ধরে চর্চা বহমান রয়েছে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে। সত্যিই কি ঘটেছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ? কৃষ্ণ নামে সত্যিই কি কেউ রাজত্ব করতেন দ্বারকায়? কৌরব আর পাণ্ডবদের কথা কি পুরোটাই বানানো? নাকি সত্যই এই দুই কুল পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে ধ্বংস করে ফেলেছিল নিজেদের? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিশেষজ্ঞরা কখনও প্রবেশ করেছেন ইতিহাসের আঙিনায়, কখনও প্রমাণ খুঁজেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানে, কখনও বা ভাষাতত্ত্বের সড়ক বয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কী বলছে এই সব প্রমাণ? নিচে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লিখিত হলো।মৌষল পর্বে দ্বারকা নগরীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন দ্বারকা আজ সমুদ্রে নিমজ্জিত।

• এমন ৩৫টিরও বেশি ভারতীয় নগরীর কথা মহাভারতে রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আরও বেশ কিছু জনপদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

• মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে লিখিত রয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করেন কার্তিক মাসের সেই তিথিতে, যে দিন চন্দ্র রোহিনী নক্ষত্রে অবস্থান করছিলেন। পথে কৃষ্ণ বৃকস্থল নামে একটি জায়গায় বিশ্রাম নিতে থামেন। চন্দ্র তখন ভরণী নক্ষত্রে বিরাজ করছেন। যেদিন দুর্যোধনের পতন ঘটে, সেদিন চন্দ্র পুষা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন। জ্যোতির্বিদরা মহাভারতের আনুমানিক কালের সঙ্গে এই সব উল্লিখিত তিথির সাযুজ্য পেয়েছেন। সেই কারনে সাধারণত বিভিন্ন পূজায় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মহাভারত পাঠ ধর্মীয় আচার, তাই বলা যায় মহাভারত ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পাঠ্য এবং সাধারণত এর পরিবেশনারীতি হচ্ছে কথকতা। কারবালার পুঁথি পাঠের সাথে মহাভারত পাঠের মিল দুইভাবে। প্রথমত : দুটি পুরাণের পাঠ ও শ্রবণ পুণ্য নিমিত্ত। দ্বিতীয়ত : পরিবেশনার ধরনগত ঐক্য। কারবালার বিষয় নিয়ে রচিত কাব্যমালা পুঁথি পাঠের আসরে সুরে সুরে উপস্থাপিত হয়। দুটি পরিবেশনাই পাঠ সংশ্লিষ্ট। মহাভারতও পুঁথি পাঠের মত সুরে সুরে করতাল বাদন সহযোগে আসরে পরিবেশনার প্রামাণ্য পাওয়া যায়।এই বিশ্বাসের উপরে উপলব্ধি করে মানুষের মধ্যে ভক্তি, শক্তি,আর ভালোবাসা এর মধ্যে ভগবানের জন্ম। ভগবানের প্রকৃতির একটা রূপ প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটে তা ভগবানের আঙুল হেলালকতে। ভগবান শব্দের পিছনে একটা মহা শক্তি কাজছে।সেই শক্তি কে আমরা বিশ্বাস করি আবার অনেকেই বিশ্বাস করতে পারিনা।বহু গবেষকরা তাদের নিজেদের গবেষণায় মহাভারতের কথাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেভাবে উল্লেখ করেছে ,সেই কথাগুলো আজ পুনরায় আমি লেখার মধ্যে পূর্ণ রূপ দিতে চাই।গবেষকদের অনুমাণ মহাভারত প্রায় ৫ হাজার বছরের পুরনো। সেই তত্ত্বকে মাইলস্টোন করে চললে অশ্বত্থামা ৫ হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছেন? বিজ্ঞানী বা যুক্তিবাদীরা এই তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু স্থানীয়রা কী বলছেন? সবাই কি একই ভ্রমের শিকার।যে জায়গায় অশ্বত্থামাকে প্রায় দেখা যায় সেই জায়গায় যাব, তার আগে একটু স্মৃতিচারণ করেনিই অশ্বত্থামার অভিশাপ পর্বে।কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের দলে ছিলেন দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা। পাণ্ডবদের নির্মূল করতে তিনি পণ নিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের হত্যা করতে না পেরে তিনি প্রায় জ্ঞান শূন্য হয়েব্রহ্মাস্ত্র তুলে নেন। তিনি জানতেন অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছেন, কিন্তু অশ্বত্থামার বিশ্বাস ছিল তিনি ব্রহ্মাস্ত্রেও মারা যাবেন না, কারণ তিনি মহাদেবের বর পেয়েছিলেন। অশ্বত্থামা ছিলেন অমর। তাঁকে স্বয়ং মহাদেবতো বটেই স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কারও মারা ক্ষমতা নেই। সেই অহং বলেই ব্রহ্মাস্ত্র তুলে নেন পাণ্ডবদের সমূলে ধ্বংস করতে। বাসুদেব কৃষ্ণ আন্দাজ করেছিলেন অর্জুন এবং অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের লড়াই হলে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হবে। তাই অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। অর্জুন তাই করেন। একই কথা বলা হয়েছিল অশ্বত্থামাকে, কিন্তু তা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

চ্যালেঞ্জে অক্ষয়কে বোকা বানালেন টাইগার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারকে বোকা বানালেন এই প্রজন্মের আরেক নায়ক টাইগার শ্রফ। সেই সময়ের একটি ভিডিও আবার নিজেই সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করেন টাইগার।

ভিডিওতে সুইমিং পুলের পাশে অক্ষয়কে বসে থাকতে দেখা যায়। তাকে এসে টাইগার সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দেন। এমন চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করার পাত্র বলিউডের 'খিলাড়ি' নন। সরল বিশ্বাসেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুইমিং পুলে ঝাঁপ দেন তিনি।

এদিকে, টাইগার ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। অক্ষয় সুইমিং পুলের নেমে সাঁতার শুরু করতেই পুলের পাশ দিয়ে দৌড়ে অন্যপ্রান্তে চলে যান টাইগার। তারপর সেখান থেকে জলে নেমে এমন ভাব দেখান যেন জয় তারই হয়েছে।

এর আগে অবশ্য শুটিংয়ের দরজা বন্ধ রেখে টাইগারকে বোকা বানিয়েছিলেন অক্ষয়। তাই এই ভিডিও শেয়ার করে টাইগার লেখেন, হিসাব সমান হয়ে গেল 'বড়ে'।

এই নায়কের কথার উত্তর দিয়েই আবার অক্ষয় লেখেন, হিসাব সমান হল না 'ছোটে', তা এভাবেই চলতে থাকবে।

উল্লেখ্য, নিজেদের আসন্ন সিনেমা 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'র প্রচারের তাগিদেই অক্ষয়-টাইগারের এই খুনসুটি। মিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ৯ এপ্রিল।

১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'। ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় সেই সিনেমাতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন অমিতাভ বচ্চন ও গোবিন্দা। সিনেমাটি ছিল আউট অ্যান্ড আউট কমেডি। তবে অক্ষয় ও টাইগারের নতুন 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা' অ্যাকশনে ভরপুর।

ভারতে ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন রাখি, সাবেক স্বামীর মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিতর্কিত ভারতীয় তারকা রাখি সাওয়ান্ত। তার নামের সঙ্গে বিতর্ক সমান্তরালভাবে চলে সব সময়। প্রেমিক আদিল খান দুরানিকে গত বছরের মে মাসে চুপিসারে বিয়ে করেন। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার কয়েক মাস পরেই আসে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা।

নির্যাতন, ব্লাকমেইলসহ একাধিক অভিযোগ তোলেন স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন স্বামী আদিল। কারাগারে থাকেন মাসখানেক। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়ে আবারও বিয়ে করেন আদিল। চলতি মাসে 'বিগ বস ১২'- এর প্রতিযোগী সোমি খানকে বিয়ে করে জীবনের নতুন পথচলা শুরু করেন তিনি। তবুও রাখির সঙ্গে বিবাদ মিটছে না তার।

অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেছেন আদিল। যে কারণে নাকি ভারত ছেড়েছেন রাখি। এমনটাই দাবি সাবেক স্বামীর। শুধু তাই নয়, আদিল বলছেন- ভারতে ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন রাখি। বিয়ের পর স্ত্রী সোমিকে নিয়ে মুম্বাই ফিরতেই রাখিকে নিয়ে মুখ খুলেছেন আদিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি একগুচ্ছ মামলা করেছি রাখির বিরুদ্ধে। যেসব মামলায় সহজেই জামিন পাচ্ছেন না তিনি। সে কারণেই কয়েকমাস ধরে ভারত ছেড়ে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। সে যেদিন দেশে ফিরবে, সেদিনই দু'ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

ওমরাহ হজ করতে সৌদি আরবে ফেরদৌস

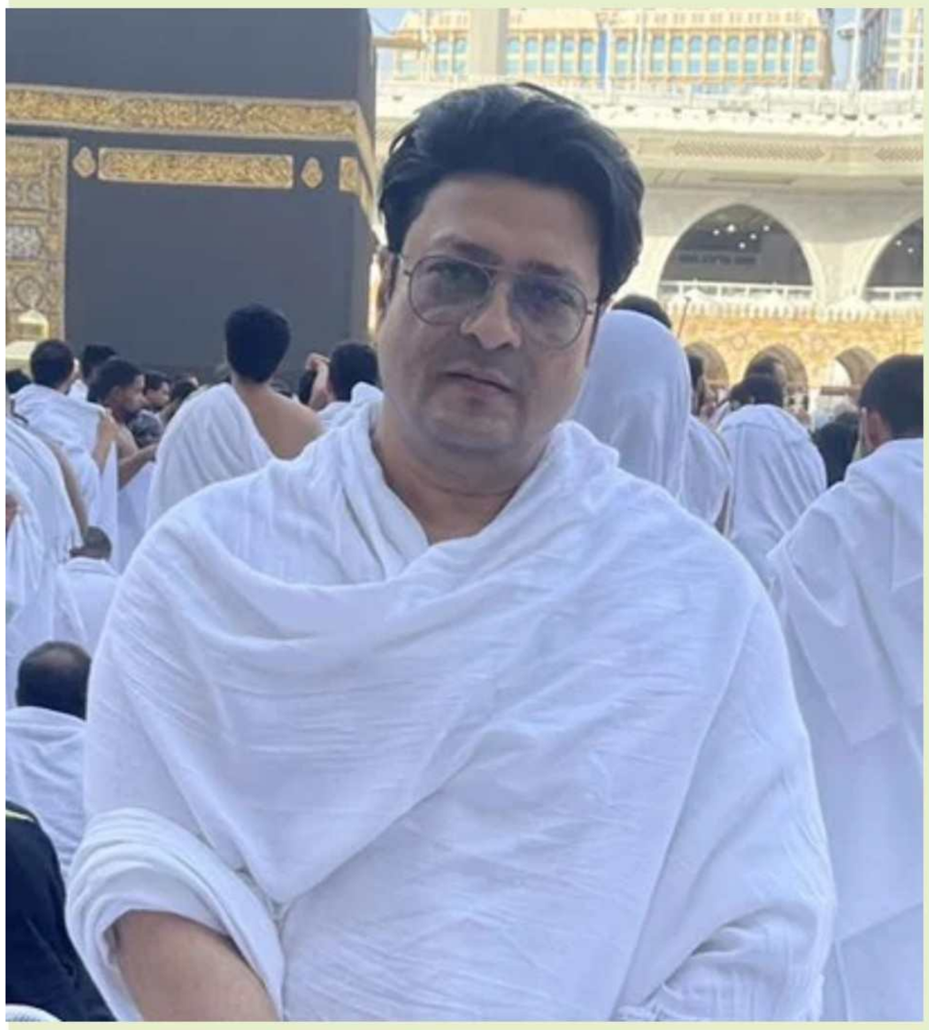

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পবিত্র ওমরাহ হজ পালন করতে সৌদি আরব গিয়েছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। ১৪ মার্চ সৌদি আরবের উদ্দেশে উড়াল দেন তিনি। ১৫ মার্চ দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে বিষয়টি তিনি নিজেই নিশ্চিত করেন মক্কা শরিফে তোলা নিজের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। ক্যাপশনে ফেরদৌস লিখেছেন, 'আলহামদুল্লিলাহ'।

ফেরদৌস আহমেদ সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হন। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি ফেরদৌস মডেলিং ও উপস্থাপনায়ও সুনাম কুড়িয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন।

ফেরদৌস আহমেদ অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র নায়ক সালমান শাহর অসমাপ্ত কাজ 'বুকের ভিতর আগুন'। সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন ছটকু আহমেদ। তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র গাজী মাজহারুল আনোয়ারের পরিচালনায় 'পৃথিবী আমারে চায় না'। পাশাপাশি তিনি কলকাতার চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন।

প্রায় ৮ কোটি দিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি কিনলেন কার্তিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা কার্তিকের মোটরসাইকেল ও গাড়ির প্রতি আলাদা ভালোবাসা রয়েছে। তার সংগ্রহে রয়েছে বেশ কিছু সুপারবাইক ও গাড়ি রয়েছে। নতুন করে তার গ্যারেজে যুক্ত হলো বিলাসবহুল নতুন একটি গাড়ি।

কার্তিক আরিয়ান তার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে দেখা যায়, পোষ্য কুকুর নিয়ে ক্যাজুয়াল পোশাকে রেঞ্জ রোভার গাড়িতে শুয়ে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন কার্তিক আরিয়ান।

দ্য ইকোনোমিক টাইমসের তথ্য অনুসারে, কার্তিক আরিয়ান কালো রঙের যে গাড়ি কিনেছেন এটি রেঞ্জ রোভার এসভি মডেলের। বর্তমানে এ গাড়ির মূল্য ৬ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকার বেশি)।

কার্তিক আরিয়ান অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা 'সত্য প্রেম কি কথা'। সিনেমাটিতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন কিয়ারা আদভানি। সমীর বিদ্যানস পরিচালিত এ সিনেমা গত বছরের ২৯ জুন মুক্তি পায়।

কার্তিকের পরবর্তী সিনেমা 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন'। কবীর খান পরিচালিত এ সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কার্তিক। গত মাসে দৃশ্যধারণের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। মুক্তি পাবে চলতি বছরের ১৪ জুন। এ ছাড়াও 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' সিনেমার কাজও হাতে রয়েছে তার।

বেফাঁস মন্তব্যের পর সতর্ক রচনা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুগলিতে প্রচার শুরু করেছেন টলিউড অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গেল ১০ মার্চ তৃণমূলের জনগর্জন সভায় ঘোষণা করা হয় প্রার্থী তালিকা। সেখান থেকেই জানা যায় এবার রাজনীতির ময়দানে পা রাখলেন রচনা।

হুগলি থেকে অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে হারানো জায়গা ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল। আর তাই তাদের এবারের তুরুপের তাস রচনা। নাম ঘোষণা হওয়ার পর ১৬ মার্চ প্রথম হুগলি যান তিনি। সেখানে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু করেন প্রচার। তার ফাঁকে তার এই রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে কী জানালেন অভিনেত্রী?

রচনা এদিন একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, রাজনীতির ময়দানে মন খুলে কথা বলা যাবে না। কিছু নিয়ে বলার আগে দশবার ভাবতে হবে। রাজনীতির ময়দানে খুব বুঝে শুনে কথা বলতে হবে নইলে কথা এডিট করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এর আগে রচনা সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলে ছিলেন। তার বক্তব্য ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও অভিনেত্রীর দাবি, যা ভাইরাল হয়েছে সেটা এডিটেড।

এদিন রচনা আরও জানান, রাজনীতি মানেই অনেকেই মনে করেন কাদা ছোড়াছুড়ি। আমি সেটা বদলাতে চাই। প্রতিপক্ষের প্রতি কোনও নোংরা খারাপ মন্তব্য না করেই সুন্দর কথা বলে রাজনীতি করতে চাই।

রচনা সাফ জানিয়েছেন তিনি রাজনীতিতে নবাগতা হলেও, তার বিপক্ষে লকেট চট্টোপাধ্যায় থাকলেও তিনি জিততে মরিয়া। যদিও তিনি এদিন লকেটকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেন না। কিন্তু তার কাছে কেবল রাজনীতির ময়দানে নামা নয়, জেতাটাই আসল চ্যালেঞ্জ।

কোহলির যে খবর শুনতেই ক্ষেপে গেলেন সাবেক ওপেনার শ্রীকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন আগে খবর বেরিয়েছিল- আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। এবার সেই খবরে ক্ষিপ্ত হলেন দেশটির সাবেক ওপেনার শ্রীকান্ত । ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি তার ছেলের জন্মের কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন এবং এই টেস্ট সিরিজের অংশ ছিলেন না।

এর পরই, কিছু গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় যে বিরাট কোহলিকে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলে রাখা হবে না। অর্থাৎ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি খেলবেন না। এখন কোহলিকে নিয়ে এমন খবর বেরিয়ে আসার পর, ভারতের প্রাক্তন ওপেনার ব্যাটসম্যান শ্রীকান্ত তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন এই খবরটি সম্পূর্ণ বাজে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কথা বলার সময় ভারতের সাবেক ওপেনার শ্রীকান্ত বলেন, এর কোনও সুযোগ নেই। বিরাট কোহলিকে ছাড়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাওয়া সম্ভব নয়। বিরাট কোহলি হলেন সেই খেলোয়াড় যিনি আমাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২২-এর সেমিফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন এবং এর পরেও কে এই সব বলছে।

তিনি বলেন, এ ধরনের গুজব ছড়ানো ব্যক্তির আর কোনও কাজ নেই। এই সব বাজে কথার ভিত্তি কী এবং ভারতকে যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে হয় তাহলে বিরাট কোহলিকে দলে রাখা দরকার। শ্রীকান্ত বলেন, আপনার এমন একজন খেলোয়াড় দরকার যে সেখানে থাকতে পারে এবং ভারতের এই শিট অ্যাঙ্কর দরকার তা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বা ওয়ানডে বিশ্বকাপ হোক। বিরাট কোহলিকে ছাড়া ভারতীয় দল উন্নতি করতে পারে না এবং আমাদের তাকে ১০০ শতাংশ দরকার। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে ২০১১ সালে শচীন টেন্ডুলকারকে যেভাবে সম্মানিত করা হয়েছিল সেইভাবে বিরাট কোহলিকে সম্মানিত করা উচিত। বিরাটের জন্য ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ জেতা উচিত এবং এটি একটি অর্জন হবে। আইপিএল সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, বিরাট কোহলি এই সপ্তাহান্তে আরসিবি শিবিরে যোগ দিতে পারেন এবং এই দলটিকে ২২ মার্চ সিএসকে-এর সঙ্গে আইপিএল ২০২৪-এ প্রথম ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে।

আমিরকে দেখে শাহিন আফ্রিদিকে শিখতে বললেন ওয়াকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পিএসএলের গত দুই আসরে শাহিন আফ্রিদির নেতৃত্বে টানা শিরোপা জিতেছিল লাহোর কালান্দার্স। কিন্তু এবার তারা পিএসএল থেকে সবার আগে বিদায় নিয়েছে টেবিলের তলানিতে থেকে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি শাহিন। এ অবস্থায় তাকে মোহাম্মদ আমিরের বোলিং দেখে শিখতে বলেছেন সাবেক পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিস।

পিএসএলের প্রথম এলিমিনেটরে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের মুখোমুখি হয়েছিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স। ম্যাচটিতে হেরে আমিরদের দল কোয়েটার বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। তবে আমির ৪ ওভারে মাত্র ২০ রান খরচায় দুই উইকেট শিকার করেছেন।

ম্যাচ চলাকালেই আমিরের বোলিংয়ের প্রশংসায় মাতেন ধারাভাষ্যকার রমিজ রাজা। দুর্দান্ত লেংথের মাধ্যমে এই পেসার ব্যাটসম্যানদের দ্বিধায় ফেলে দেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। যা দেখে তাতে সমর্থন দেন ওয়াকার ইউনিস।

রমিজের কথা টেনে নিয়ে তিনি বলতে থাকেন, 'আমি আশা করি শাহিন আফ্রিদিও তার বোলিং দেখছে, কারণ তারও একইভাবে (লেংথ ধরে রেখে) বল করা উচিৎ। কারণ নতুন বলে সেভাবে সুইং পাওয়া যায় না, এক জায়গায় ধারাবাহিকভাবে গতি দিতে পারলেই কাজ হবে।'

এবারের পিএসএল আসরে ১০ ম্যাচ খেলে মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছিল শাহিনের লাহোর। বৃষ্টির কল্যাণে আরেকটি ম্যাচ থেকে তারা অর্ধেক পয়েন্ট লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে শাহিন ৯ ম্যাচে শিকার করেন ১৪ উইকেট। তবে বেশ খরুচে ছিলেন তিনি, ওভারপ্রতি তিনি ৮.৬১ গড়ে রান দিয়েছেন। এভাবে রান খরচের কারণে এর আগে আরেক পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামও সমালোচনা করেছিলেন শাহিনের।

চেন্নাই দলে কবে যোগ দেবেন মুস্তাফিজ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত ৬ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে খেলার সময় ইনজুরিতে পড়েন শ্রীলঙ্কান তরুণ পেসার মাথিশা পাথিরানা। এরপর শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) জানায়, হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়েছেন এই পেসার। সেরে উঠতে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ লেগে যাবে। তাই আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শুরু দিকে পাথিরানাকে পাচ্ছে না চেন্নাই সুপার কিংস। পাথিরানার সর্বনাশেই যেন মুস্তাফিজুর রহমানের পৌষ মাস! চোটের কারণে পাথিরানা শুরুর দিকে খেলতে না পারায় একাদশে সুযোগ মিলতে পারে মুস্তাফিজের।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার চলমান ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে আগামী ১৮ মার্চ। এই সিরিজ শেষ করে ২০ মার্চ চেন্নাই শিবিরে যোগ দেবেন মুস্তাফিজ। আসরের উদ্বোধনী দিনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলবে চেন্নাই। এই ম্যাচে মুস্তাফিজকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন চেন্নাইয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।

চেন্নাইয়ের ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, 'ফিজ (মুস্তাফিজ) আগামী ২০ মার্চ ক্যাম্পে যোগ দেবে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচের আগেই আমরা ওকে পাচ্ছি। সে জানে তাকে কী করতে হবে। আমরাও দেখব সে কেমন করে।'

চেন্নাই সুপার কিংস হতে যাচ্ছে মুস্তাফিজের পঞ্চম আইপিএল দল। এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলছেন ২৮ বছর বয়সী পেসার। সব মিলিয়ে ৪৮ ম্যাচে ৭.৯৩ ইকোনমি রেটে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন।

স্পেন দলে ডাক পেলেন ১৭ বছর বয়সী কুবারসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বার্সেলোনার হয়ে দুর্দান্ত পাফরমেন্সের পুরস্কার পেয়েছেন টিনএজ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার পও কুবারসি। কলম্বিয়া ও ব্রাজিলের বিপক্ষে এ মাসের অনুষ্ঠিতব্য দু'টি প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রথমবারের মতো স্পেন জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তরুন এই ডিফেন্ডার। এ দুই ম্যাচে যদি স্প্যানিশ কোচ লুইস ডি লা ফুয়েন্তের অধীনে ১৭ বছর বয়সী কুবারসি খেলার সুযোগ পান তবে সবচেয়ে কম বয়সী সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসেবে স্পেনের হয়ে খেলার রেকর্ড গড়বেন। এতে করে তিনি ১৮ বছর বয়সে অভিষিক্ত সার্জিও রামোসের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবেন। এবারের মৌসুমে বার্সেলোনার প্রথম দলে নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠ মাতাচ্ছেন কুবারসি। মঙ্গলবার নাপোলির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তার অভিষেক হয়েছে। শেষ ষোলর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটিতে বার্সেলোনা ৩-১ গোলে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। শেষ আটে কাতালান জায়ান্টদের প্রতিপক্ষ পিএসজি। বার্সেলোনার হয়ে লা লিগায় নয় ও কোপা ডেল রে'তে আরও দুটি ম্যাচ খেলেছেন কুবারসি। আগামী ২২ মে লন্ডনে কলম্বিয়া ও চারদিন পর মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামে স্পেন প্রীতি ম্যাচে অংশ নিবে।

স্কোয়াড

গোলরক্ষক : রেমিরো, উনাই সাইমন, ডেভিড রায়া

ডিফেন্ডার : ডানি কারভাহাল, জেসুস নাভাস, পেড্রো পোরো, অমারিক লাপোর্তে, রবিন লি নোরমান্ড, ড্যানিয়েল ভিভিয়ান, পও কুবারসি, হোসে লুইস গায়া, আলেহান্দ্রো গ্রিমালডো।

মিডফিল্ডার : রডরিগো হার্নান্দেজ, মার্টিন জুবিমেন্ডি, মিকেল মেরিনো, ফাবিয়ান রুইজ, এ্যালেক্স বায়না, অহিয়ান সানকেট।

ফরোয়ার্ড : জোসেলু, মোরাতা, ডানি ওলমো, নিকো উইলিয়ামস, লামিন ইয়ামাল, জেরার্ড মোরেনো, মিকেল ওয়ারজাবাল, পাবলো সারাবিয়া।

'নতুন ম্যাক্সওয়েল' ডাক পেলেন আইপিএলে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল ক্রিকেটের সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্কের। ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফর্ম করার সুবাদে ডাক পাওয়া এই ব্যাটসম্যান খেলেছেন দুটি ওয়ানডে।

যদিও এখনও তার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়নি। তবে সর্বশেষ বিগ ব্যাশেও নিজের সামর্থ্য দেখানো এই অজি ক্রিকেটার এবার ডাক পেয়েছেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে।

তাকে নিয়েছে ঋষভ পান্তের দল দিল্লি ক্যাপিটালস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান কোচ হিসেবে আছেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিং। কিছুদিন আগে তিনি ২১ বছর বয়সী ম্যাকগার্কের প্রশংসাও করেছিলেন। এবার নিজের অধীনে তাকে আইপিএলে খেলার সুযোগ করে দিলেন পন্টিং। আগ্রাসী মানসিকতা ও ঝড়ো ব্যাটিংয়ে কারণে এই তরুণ ব্যাটার ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে 'নতুন ম্যাক্সওয়েল' নামে খ্যাতি পেয়ে গেছেন।

দিল্লিতে তিনি ডাক পেয়েছেন মূলত ইনজুরির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার লুঙ্গি এনগিডির ছিটকে যাওয়ায়। যদিও ম্যাকগার্ক পুরোদস্তুর একজন ব্যাটার। পাশাপাশি তিনি স্পিন করেন অনিয়মিত। নিলামের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপিতেই দিল্লি ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে দলে নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০'র সর্বশেষ আসরে পিঠের ইনজুরিতে পড়েছিলেন এনগিডি। সেই চোটের পুনর্বাসন চলছে, এখনও সেরে না ওঠায় আসন্ন আইপিএলে তার খেলা হচ্ছে না।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার লিস্ট 'এ' কিংবা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম নজরে আসেন ম্যাকগার্ক। পরে তিনি ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও খেলেছেন। তবে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছেন গত বছরের অক্টোবরে ৫০ ওভারের মার্শ কাপে মাত্র ২৯ বলে সেঞ্চুরি করে। এর মাধ্যমে প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্সের ৩১ বলের রেকর্ড পেছনে ফেলে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন ম্যাকগার্ক। ১০ চার ও ১৩ ছক্কায় সেদিন তিনি করেন ৩৮ বলে ১২৫। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও দ্রুততম সেঞ্চুরি ডি ভিলিয়ার্সের দখলেই আছে।

আইপিএলকে 'সার্কাস' বললেন স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সর্বশেষ নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক। তাকে দলে ভেড়াতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে নিলামের টেবিলে লড়াইয়ে মেতেছিল গুজরাট টাইটান্স। শেষ পর্যন্ত ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে স্টার্ককে কিনে নেয় কলকাতা। তাদের হয়ে তিনি প্রায় ৯ বছর পর এই অজি তারকা আসন্ন আইপিএলে ফিরছেন। তার আগে টুর্নামেন্টটিতে নামার জন্য এখন থেকেই বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করার কথা জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন স্টার্ক। তবে আইপিএলকে সার্কাস বলে মন্তব্যও এই তারকা পেসার।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম মুখপাত্র সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট ডটকম-এইউ প্রকাশিত ভিডিওতে কলকাতার এই পেসার বলেন, 'এটি সম্ভবত আট বছর হয়েছে আমি কলকাতায় ফিরছি, যারা ২০১৮ সালেও আমাকে নিয়েছিল। তখন কেকেআরের হয়ে খেলার কথা ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। আবার সেখানেই ফিরছি। চেষ্টা করব দলকে সাফল্য এনে দিতে। ২০১৪-১৫ মৌসুমে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলা কিছু স্মৃতি আমার মনে আছে, এবার নতুন করে ক্রিকেটারদের নতুন একটা দলের সঙ্গে খেলব, যাদের সঙ্গে আগে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা খেলার সুযোগ হয়নি।'

স্টার্ক আরও বলেন, 'আবার আইপিএলে এমন কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলব, যাদের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছি। আমি খুবই উত্তেজিত। আমার কাছে এটা নতুন একটা চ্যালেঞ্জের মতো। খুব মজা হবে। বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ কিছুটা সার্কাসের মতো। আমি সেখানে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালেও কলকাতা স্টার্ককে কিনেছিল। কিন্তু চোটের কারণে সেবার একটি ম্যাচও খেলেননি এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। স্টার্ক আইপিএল খেলেছেন কেবল দুই আসর। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গেলুরুর হয়ে ৫ কোটি মূল্য ছিল তার। ২০১৮ সালের পর অনেকের আগ্রহ থাকলেও স্টার্ক আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। জাতীয় দলের জন্য নিজেকে ফিট রাখা ছিল তার প্রাধান্য।

জনপ্রিয়তা নিয়ে টেলর সুইফটের সঙ্গে ধোনি-কোহলির তুলনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শুরু থেকে খেলছেন দু'জনে। নিজেদের দলের সমর্থকই শুধু নয়, গোটা দেশ এবং বিশ্বের ক্রিকেট সমর্থকদেরও প্রিয় তারা। সেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং বিরাট কোহলিকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মার্কিন পপ গায়িকা টেলর সুইফটের সঙ্গে তুলনা করলেন ইংলিশ ব্যাটার জস বাটলার।

আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে খেলা এই ইংলিশ ক্রিকেটারের মতে, টেলর সুইফটের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে যে রকম পাগল হয়ে যান দর্শকেরা, একই অবস্থা হয় কোহলি, ধোনির ম্যাচ দেখতে গিয়েও।

এক ভিডিও বার্তায় জস বাটলার বলেন, 'আইপিএলে ধোনি, কোহলিকে নিয়ে পাগলামি অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছি। ওদের জনপ্রিয়তার সঙ্গে কোনো ক্রিকেটারেরই তুলনা হয় না। ধোনি, কোহলি মাঠে নামলে যে চিৎকার হয়, তাতে মনে হয় ১০ বছরের ছেলেরা টেলর সুইফটের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছে। ওই আওয়াজ সহ্য করা খুব কঠিন। মাঠে না নেমে হাঁটাচলা করলেও মানুষের চিৎকার থামে না।'

শুধু তাই নয়, কোহলি-ধোনিকে ভারতের প্রথম সারির খ্যাতনামা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বাটলার। বিমানবন্দরে বা অন্য কোথাও যে ভাবে তাদের নিয়ে মাতামাতি হয় সেটাই বলেছেন তিনি। বাটলারের কথায়, 'বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় ওদের ঘিরে সব সময় নিরাপত্তারক্ষীরা থাকে। কাউকে ওদের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয় না। ওরা ভারতের প্রথম সারির সেলিব্রিটি। এখন সামাজিক মাধ্যমের যুগে তা আরও বেড়ে গেছে।'

এ উন্মাদনা যে মাঝে মাঝে বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে, তা নিজের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন বাটলার। তিনি বলেছেন, 'মাঝে মাঝে ঘরের দরজা বন্ধ রেখে চুপচাপ লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আমি যাদের কথা বললাম তাদের মতো উন্মাদনা আমাকে নিয়ে হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে সমর্থকদের দেখলে ভালই লাগে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR